# বিশ্ব বাণিজ্য ও আধিপত্যবাদ

## হাতেখড়ি থেকে নাড়িনক্ষত্র

মোহাইমিন পাটোয়ারী

সম্পাদক
আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

ঐতিহ্য

কৃ ত জ্ঞ তা

আমার জীবনের প্রথম শিক্ষিকা মা'কে

# লেখকের কথা

আমাদের দেশ এমন একটি বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে যে ইংরেজি ভাষা ব্যতীত জ্ঞানের দরজা বন্ধ। একজন ব্যক্তি যেই বিষয়েই উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে চান না কেন, ইংরেজি ভাষা জানাটা বাধ্যতামূলক। আপনি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জানবেন? ইংরেজি ছাড়া অসম্ভব। আপনি পদার্থবিজ্ঞান শিখবেন? তাও ইংরেজি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সবাই কি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হতে পারে? এমনটা কি খুব স্বাভাবিক নয় যে একজন ব্যক্তি পদার্থবিজ্ঞানে ভালো, কিন্তু ইতিহাসে পারদর্শী নয়? তাহলে যেই ব্যক্তি জীববিজ্ঞানে ভালো, সে ইংরেজিতে পারদর্শী হবে কোন যুক্তিতে? এজন্যই কেবল ভাষাগত দক্ষতার অভাবেই অনেক অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে ঝরে পড়ে।

বিদেশি ভাষায় শিক্ষা অর্জন করে সফল হওয়ার চেষ্টা একটি জাতির জন্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ব্যর্থতা। সে জন্যই যেই সমস্ত জাতি প্রযুক্তি, শিল্প ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উচ্চ হতে পেরেছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। একটিবার চিন্তা করে দেখুন আপনি একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। আপনি চাচ্ছেন অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে খুতবা দেবেন কিংবা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন। অথবা আপনি স্কুলে অমনোযোগী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিভা আছে। বর্তমানে চাইছেন একটি ব্যাটারি রিকশার ফ্যাক্টরি দেবেন। আপনার জন্য কি এই বিষয়ে জানার কোনো সুযোগ আছে? সে জন্যই আমরা দেখি ধর্মকেন্দ্রিক সকল আলোচনা হয় আবেগি এবং ব্যবসা হয় নকল। প্রযুক্তি ও জ্ঞানের জগতে মাদ্রাসার ছাত্ররা বা ব্যবসায়ীরা অবদান রাখতে পারছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাখবে কীভাবে? তাদের জন্য কি সেই সুযোগ আছে? আমরা তো নিজ ভাষাতে কিছুই করে যেতে পারিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবস্থা আরো শোচনীয়। সারা জীবন বাংলা পড়ে যখন তারা দেখে সবকিছু ইংরেজিতে, তখন ভাষা রপ্ত করতে করতে শিক্ষাজীবনের সোনালি দিনগুলো শেষ হয়ে যায়। মেধার কী নিদারুণ অপচয়! তার চেয়ে বড় অপচয় সরকারি অর্থের। কেননা, যত কোটি টাকা ইংরেজি শিক্ষার পেছনে ব্যয় করা হয়েছে, তার একশ ভাগের এক ভাগও যদি অনুবাদের পেছনে

ব্যয় করা হতো, আমরা আজ অন্য জাতির ভাষার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। এত এত শিক্ষার্থীর এত শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয় ইংরেজি শেখার পেছনে, কিন্তু শিক্ষক পর্যন্ত ইংরেজিতে সুন্দর করে কথা বলতে পারে না বা ইংরেজি পত্রিকা পড়ে ঠিকমতো বুঝতে পারে না। গত একশ বছরের চেষ্টাতেও আমাদের বিনিয়োগের ফলাফল শূন্য (যদি না মেধা পাচারকে ঋণাত্মক ফলাফল হিসেবে গণ্য করি)। এমন হতাশ ও দিগ্‌বিভ্রান্ত জাতির জন্য এই অধম বান্দা কাজ করে যাচ্ছে। কোনো সরকারি অর্থায়নে নয়। বরং নিজ ঘুম, সংসারের সময় এবং চাকরির টাকা ত্যাগ করে। এই আশায় যে বাংলা ভাষায় অর্থনীতির জগৎকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে যাবেন। সেই প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন নিয়েই আমার বইগুলো লেখা, যার ধারাবাহিকতা এই বইটি। বাংলা ভাষা ও শিক্ষার জগতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখুক এবং শত মানুষের জীবনে আলো প্রদানকারী কর্ম হিসেবে টিকে থাকুক।

–মোহাইমিন পাটোয়ারী

# সূচিপত্র


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব ও ইতিহাস/ ১১
বাণিজ্যের চালিকা শক্তি/ ১৫
বাণিজ্যের মুদ্রাদোষ/ ১৭
অর্থনীতির মাকড়সা-জাল/ ১৯
ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব/ ২০
আধিপত্যবাদ ও  আফিমের যুদ্ধ/ ২৫

বাণিজ্যনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকার/ ৩২
দেশ স্বাধীন, নাকি বাণিজ্য স্বাধীন?/ ৩২
উন্নয়নের চাবিকাঠি/ ৩৪
মানুষকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজে যেতে দেওয়ার ফলাফল/ ৩৯
মেধাবীদের দেশে ধরে রাখার কারামত/ ৪০
মুক্ত শ্রমবাজারের নিয়ামত.../ ৪২
রেমিট্যান্সের বরকত?!/ ৪৪
শক্তপোক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি রেমিট্যান্স প্রবাহের নিনজা টেকনিক/ ৪৭

মুদ্রাভিত্তিক বাণিজ্যকেন্দ্রিক আধিপত্যবাদ/ ৪৯
আন্তর্জাতিক মুদ্রায় লেনদেন/ ৪৯
মুদ্রা যখন অভিন্ন/ ৫১
মুদ্রা যখন ভিন্ন/ ৫৫
অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন মুদ্রার বিশ্ব/ ৫৯
রিজার্ভ/ ৬০
ফোরেক্স রিজার্ভ কোথায় থাকে?/ ৬১
দরপতন ও দেউলিয়াত্ব/ ৬২
প্রতারণা বা স্পেকুলেশন/ ৬৫
সরকারি হস্তক্ষেপ কি দরকারি?/ ৬৫
আধুনিক ভোগবাদ কি দেশীয় অর্থনীতির জন্য ভালো?/ ৬৮
এবার জমবে খেলা/ ৭০
সরকার বনাম ব্যাংক/ ৭৩
ডলার উৎপাদন করে কে?/ ৭৬

ব্রেটন উডস/ ৭৭
পেট্রোডলার/ ৭৮
ডলারের চাহিদা/ ৮১
ডলারের খেলা/ ৮৪
ফেডারেল রিজার্ভ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে/ ৮৫
বিশ্বব্যাংক : পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা মোসাহেব!/ ৮৬
বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা/ ৯৩
বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা/ ৯৪
রাশিয়ার শক্তি/ ৯৫
চীনের উত্থান/ ৯৮
বাঁকা পরিকল্পনা/ ১০১
মানসিক সমস্যা/ ১০৪
বাংলাদেশ কীভাবে ভূরাজনৈতিক শক্তি হতে পারবে?/ ১০৮
বাংলাদেশ কীভাবে অর্থনৈতিক কূটনীতি করতে পারে?/ ১১৭
ক্ষমতার খেলা/ ১১৮
আমরা প্রতিহিংসার শিকার হলে কী করব?/ ১২৪
লবিং/ ১২৫
আন্তর্জাতিক গেম থিওরি/ ১২৮
ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো কীভাবে মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন করে?/ ১২৯
শেষ কথা/ ১৩২
লেখকের অন্যান্য বই/ ১৩৩

# আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব ও ইতিহাস

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা

## শুরুর কথা

একটা পৃথিবী কল্পনা করুন, যেটাতে আমরা বাস করছি, সেটার মতোই, কিন্তু পৃথিবীটাতে মাত্র দুইটা দেশ। চারদিকে জলরাশিঘেরা অপূর্ব সুন্দর এই দুইটা দেশের নাম দিলাম সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জ। দুই দেশের মাঝে আছে সাগর। সুতরাং সবাই এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় নৌকায় করে।

এই দুই দেশেই আছে ২৫টা পরিবার। প্রত্যেক পরিবারে আছে মা-বাবা-ছেলে-মেয়ে। দুই দেশের প্রতিটা মানুষ কাজ করে। অর্থাৎ তাদের শ্রমশক্তি ১০০ জনের। একদম শুরুর দিকের দুনিয়া, সুতরাং কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতির (টেকনোলজি ও ক্যাপিটাল) বালাই নেই। তবে তাদের কাছে মুদ্রা আর কৃষিপণ্য আছে।

সুন্দরপুরের মানুষজন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে রুপার তৈরি টাকা আর মনোহরগঞ্জের লোকজন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে সোনার তৈরি ডলার। সোনার দাম রুপার চেয়ে বেশি হওয়ায় ১০০ রুপার টাকা = ১ সোনার ডলার বা সংক্ষেপে আমরা বলব ১ ডলার = ১০০ টাকা।

সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জে ৪টা জিনিস উৎপাদিত হয়। জমিতে চাষাবাদ করে পাওয়া যায় চাল ও ডাল এবং পাশের সাগরে ধরা পড়ে ইলিশ আর তিমি। তিমি থেকে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার

করা হয়। এই কাজগুলো করার জন্য সুন্দরপুর আর মনোহরগঞ্জের সবাই কোনো ফাঁকিবাজি ছাড়াই বছরে ১০০ ঘণ্টা কাজ করে। কাজ করে যা পাওয়া যায়, সেগুলো সেই দেশের মানুষেরাই ভোগ করে, অর্থাৎ কোনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় না।

এমন একটি বিশ্বে পণ্য-মূল্য নির্ধারিত হয় কীভাবে? উত্তর হচ্ছে দক্ষতার মাধ্যমে। ধরুন, সুন্দরপুরের চাষিদের একটা অংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক বছরের জন্য চাষাবাদ করতে পারল না। তাতে কি জমি অনাবাদি পড়ে রইবে? ফসলের ঘাটতি দেখা দিলে কেউ না কেউ সেটা কাজে লাগাবে, তাই না? ধরুন, ১০০ চাষির অসুস্থ হওয়ায় তাদের জমিতে তাদের বউয়েরা চাষ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাহলে কি সবকিছু আগের সমান থাকবে? প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে, না। কারণ, সবাই সব কাজে সমান পারদর্শী নয়। যেহেতু কৃষিকাজে চাষিদের বউয়েরা তুলনামূলক অনভিজ্ঞ এবং তাদের সময় সীমাবদ্ধ, আগের সমপরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারবে না তারা। এভাবে সুন্দরপুরের মোট চালের উৎপাদন কমে আসবে এবং চালের দাম বেড়ে যাবে।

আবার ধরুন, ঘূর্ণিঝড়ে কিছু জেলে মারা গেল। তখন অদক্ষ, বেকার বা ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা মাছ ধরতে আসবে। স্বভাবতই তাদের হাত মাছ ধরায় দক্ষ হবে না। তাই বেশি বেশি জাল মেরে তারা কম কম মাছ ধরতে পারবে এবং এভাবে বাজারে ইলিশের দাম বেড়ে যাবে।

দক্ষ জনশক্তির মতো উন্নত প্রযুক্তিও দাম কমানোতে ভূমিকা পালন করে। যদি এমন হয় যে সুন্দরপুরের চাষিদের মরণদশা দেখে বিজ্ঞানীরা একটা স্পেশাল প্রজেক্ট হাতে নিল ও খুব উচ্চফলনশীল ধান আবিষ্কার করল। এতে সুন্দরপুরের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক একটা পুশ পুরো চালের বাজারকে গতিশীল করে পণ্যের দাম কমিয়ে দিবে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। মোটরযান নির্মাণের আগে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পণ্য পরিবহন করতে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বা ইঞ্জিনবিহীন নৌকা ব্যবহার করা হতো। এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। একটি গরুর গাড়িকে সাত দিনের রাস্তা পাড়ি দেওয়াতে গাড়ির চালককে সাত দিনের মজুরি, গরুকে সাত দিনের খাবার, গাড়ি খরচ এবং রাতে বিশ্রামের জন্য সরাইখানার খরচ দিতে হতো। এখন সেই রাস্তা ট্রাকে করে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পাড়ি দেওয়া সম্ভব। তাই কেবল কয়েক ঘণ্টার

মজুরি, কয়েক ঘণ্টার গাড়ি খরচ ও কয়েক ঘণ্টার তেল খরচে খুবই সুলভে আমরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মালামাল পরিবহন করতে পারি ।

## আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

এবার একটু কষ্ট করে এক পৃষ্ঠা গণিতে মন দিই ।
সুন্দরপুরের ১০০ জন ১ বছরে ১০ হাজার শ্রমঘণ্টা দিয়ে কী কাজ করে আর কী পরিমাণ উৎপাদন করে, সেটার তালিকাটা দেখি :

২৫ জন ধান চাষ করে ৩০ হাজার কেজি চাল উৎপাদন করে ।
২৫ জন ডাল চাষ করে ১০ হাজার কেজি ডাল উৎপাদন করে ।
২৫ জন সাগর থেকে ৫ হাজার কেজি ইলিশ মাছ ধরে ।
২৫ জন সাগর থেকে ২.৫ হাজার কেজি তিমির তেল সংগ্রহ করে ।

| পণ্য | শ্রমিকসংখ্যা | মোট শ্রমঘণ্টা | মোট পণ্য | ১ শ্রমঘণ্টায় কতটুকু পণ্য পাওয়া গেল? |
|---|---|---|---|---|
| চাল | ২৫ | ২৫০০ | ৩০০০০ | ১২ কেজি চাল |
| ডাল | ২৫ | ২৫০০ | ১০০০০ | ৪ কেজি ডাল |
| ইলিশ | ২৫ | ২৫০০ | ৫০০০ | ২ কেজি ইলিশ |
| তিমির তেল | ২৫ | ২৫০০ | ২৫০০ | ১ কেজি তিমির তেল |

মনোহরগঞ্জের ১০০ জন ১ বছরে ১০ হাজার শ্রমঘণ্টা দিয়ে কী কাজ করে আর কী পরিমাণ উৎপাদন করে, সেটার তালিকাটা দেখি :

২৫ জন ধান চাষ করে ৪০ হাজার কেজি চাল উৎপাদন করে ।
২৫ জন ডাল চাষ করে ৩০ হাজার কেজি ডাল উৎপাদন করে ।
২৫ জন সাগর থেকে ১০ হাজার কেজি ইলিশ মাছ ধরে ।
২৫ জন সাগর থেকে ৫ হাজার কেজি তিমির তেল সংগ্রহ করে ।

| পণ্য | শ্রমিকসংখ্যা | মোট শ্রমঘণ্টা | মোট পণ্য | ১ শ্রমঘণ্টায় কতটুকু পণ্য পাওয়া গেল? |
|---|---|---|---|---|
| চাল | ২৫ | ২৫০০ | ৪০০০০ | ১৬ কেজি চাল |
| ডাল | ২৫ | ২৫০০ | ২৫০০০ | ১০ কেজি ডাল |
| ইলিশ | ২৫ | ২৫০০ | ১০০০০ | ৪ কেজি ইলিশ |
| তিমির তেল | ২৫ | ২৫০০ | ৫০০০ | ২ কেজি তিমির তেল |

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সুন্দরপুরের মানুষের চেয়ে মনোহরগঞ্জের মানুষজন বেশি উৎপাদন করে। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকায় দুই দেশের মানুষ নিজেদেরটাই ভোগ করে, সুতরাং সেদিক থেকেও মনোহরগঞ্জের লোকজন বেশি জিনিস ভোগ করতে পারে।

এবার আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই, এই যে সুন্দরপুরের মানুষের চেয়ে মনোহরগঞ্জের লোকজন বেশি উৎপাদন করে আর ভোগ করে, তাহলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য করলে মনোহরগঞ্জের উপকার হবে, নাকি ক্ষতি? সুন্দরপুরের উপকার হবে, নাকি ক্ষতি?

স্বাভাবিকভাবেই কোনো এক পক্ষ যদি ক্ষতির মুখে পড়ে, সে বাণিজ্য করতে চাইবে না। তাহলে কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে না?

আসুন দেখি, কী ঘটে :

মনোহরগঞ্জ সুন্দরপুরের কাছে ১০ হাজার কেজি ডাল বিক্রি করবে এবং সুন্দরপুর মনোহরগঞ্জের কাছে ১৬ হাজার কেজি চাল বিক্রি করবে।[১] এভাবে সবার চাহিদা মিটিয়ে মোট চালের উৎপাদন ১৪ হাজার কেজি বাড়তি পাওয়া যাবে। এই বাড়তি চাল চাইলে মনোহরগঞ্জ কিনতে পারে অথবা সুন্দরপুর নিজেই ভোগ করতে পারে। অথবা তারা চাল উৎপাদন না

---

১ মনোহরগঞ্জের শ্রমিকদের ১০ কেজি ডাল উৎপাদন করতে সময় লাগে ১ শ্রমঘণ্টা অর্থাৎ তাদের ১ কেজি ডাল উৎপাদন করতে সময় লাগে ১/১০ শ্রমঘণ্টা। সুতরাং তাদের ৩৫ হাজার কেজি ডাল উৎপাদন করতে সময় লাগবে ৩৫০০০× ১/১০ = ৩৫০০ শ্রমঘণ্টা।

তাহলে মনোহরগঞ্জের ৫০ জন শ্রমিকের মোট ৫০×১০০ = ৫ হাজার শ্রমঘণ্টার মধ্যে বাকি রইল– ৫০০০-৩৫০০ = ১৫০০ শ্রমঘণ্টা। বাকি এই শ্রমঘণ্টা দিয়ে মনোহরগঞ্জ চাল উৎপাদন করবে। তাহলে কী পরিমাণ চাল উৎপাদিত হবে?

মনোহরগঞ্জের শ্রমিকেরা ১ শ্রমঘণ্টায় উৎপাদন করে ১৬ কেজি চাল। তাহলে মনোহরগঞ্জের শ্রমিকেরা ১৫০০ শ্রমঘণ্টায় উৎপাদন করবে ১৬×১৫০০ = ২৪ হাজার কেজি চাল।

ওদিকে সুন্দরপুরের ৫০ জন শ্রমিক মিলে উৎপাদন করেছে ৬০ হাজার কেজি চাল। মোট কত হলো? ৮৪ হাজার কেজি।

দুই দেশের মোট চালের চাহিদা ৭০ হাজার কেজি, উৎপাদিত হলো ৮৪ হাজার কেজি।

দুই দেশের মোট ডালের চাহিদা ৩৫ হাজার কেজি, উৎপাদিত হলো ৩৫ হাজার কেজি।